বন্ধ কারখানা শ্রমিকের ভাতা বন্ধের সুপারিশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে

নাগরিক মঞ্চ বহুদিন ধরে বন্ধ ও রুগ্ন কলকাখানার শ্রমিকদের ভাতার দাবি জানিয়ে সরকারকে গত চার বছরের বাজেটে বন্ধ-রুগ্ন কলকারখানার শ্রমিকদের ভাতা বাবদ ২০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দে বাধ্য করেছেন। এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার Scheme for Financial Assistance to the Workers in-locked out Industrial Units (FAWLOI) চালু করেছেন এবং গেজেট বিজ্ঞপ্তি মারফৎ আজ পর্যন্ত ২৫৪টি কারখানার ৩৮,০০০ শ্রমিককে ভাতা দিয়ে আসছেন।

কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে গত মার্চ ৬, ২০০২-এ ফাউলি স্কীমের স্ক্রীনিং কমিটির ১৮ তম মিটিং-এ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে যে চারটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা এক কথায় নজীরবিহীন ও শ্রমিক বিরোধী। মুখ্য শ্রম সচিব, শ্রম কমিশনার, সিটু, টি ইউ সি সি, আই এন টি ইউ সি, বিশেষ সচিব-শ্রম দপ্তর প্রভৃতির উপস্থিতিতে যে চারটি বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং স্কীমটির সংশোধনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হবে জানানো হয়েছে তা হল ঃ

(ক) প্রতিটি বন্ধ কারখানার শ্রমিক একাদিক্রমে তিন বছর পর্যন্ত এই ভাতা পাবেন,

(খ) যে কোনো লক-আউট/ক্লোজারের আওতায় আসতে ইচ্ছুক সংস্থার শ্রমিকদের শ্রম বিরোধ বিষয়ে হয়, ইউনিয়ন বা কোনো ব্যক্তি শ্রমিকের মাধ্যমে শ্রম দপ্তরে নথীবদ্ধ করতে হবে,

(গ) প্রতি ৬ মাস অন্তর প্রতিটি শ্রমিককে ঘোষণা করতে হবে যে তিনি কোনোভাবে অন্য কোনো কাজের সঙ্গে যুক্ত নন,

(ঘ) শ্রম দপ্তরের নোটিস দেওয়ার ৬ মাসের মধ্যে শ্রমিকদের এই ভাতা পাওয়ার আবেদন জানাতে হবে।

আমরা মনে করি যে সব অসুবিধার কথা বলে আপনারা এমন শ্রমিক বিরোধী সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বাস্তববুদ্ধি বিবর্জিত এবং শ্রমিক বিরোধী।

গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে সরকার যখন এই ফাউলি প্রকল্প চালু করেন তখন সরকার স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে এই ভাতা শ্রমিকদের মজুরীর ক্ষতিপূরণ নয়, তাদের বেঁচে থাকার সুবিধার জন্য সামান্য ত্রাণ মাত্র। মূল লক্ষ্য হিসেবে স্পষ্ট ঘোষণা ছিলো যে আপনারা বন্ধ-রুগ্ন কারখানাগুলোর পুণরুজ্জীবনের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া কাজগুলোকে ক্রমে ক্রমে ফিরিয়ে আনবেন। এই মর্মে সরকার ত্রাণ বাবদ ও পুণরুজ্জীবন বাবদ সমান অর্থ বরাদ্দ করেছিল। নাগরিক মঞ্চ তার জন্মলগ্ন থেকেই বন্ধ-রুগ্ন কারখানার শ্রমিকদের ভাতা প্রদানের জন্য দাবি জানানোর পাশাপাশি বন্ধ-রুগ্ন শিল্প পুণরুজ্জীবনের লক্ষে প্রয়োজনীয় বিকল্প পদক্ষেপের কথা বারবার সরকারের গোচরে এনেছে। অথচ আপনারা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন যে আমাদের রাজ্যে লক-আউট/ক্লোজারের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান ; ফলে কর্মহীন শ্রমিকের সংখ্যা বাড়বে এতে আর সন্দেহ কী! এমতাবস্থায় লক-আউট-ক্লোজারের ওপর কিভাবে বিধি-নিষেধ আরোপ করা যায় সে বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে আপনারা শ্রমিকদের ভাতা প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারীর যে অমানবিক এবং নজীরবিহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে ধিক্কার জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। আমরা আপনাদের সঙ্গে একমত যে প্রতিটি কর্মচ্যুত শ্রমিকের ভাতা পাওয়ার ন্যায্য অধিকার আছে ; এর মানে এই নয় যে একজন শ্রমিককে তাঁর ন্যায় সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অন্য একজন শ্রমিকের প্রতি সেই অধিকারকে প্রসারিত করতে হবে। যে শ্রমিকরা গত তিন বছর ধরে এই সামান্য ভাতা পাচ্ছেন তাঁরা সবাই কাজ ফিরে পেতে ইচ্ছুক ; বহু বন্ধ কারখানার শ্রমিকরা সমবায়ের মাধ্যমে কারখানার পরিচালনা অধিগ্রহণের জন্য স্কীম জমা দিয়ে সরকারের মদত পাচ্ছেন না। এই অবস্থায় কী যুক্তিতে এই শ্রমিকদের ভাতা থেকে বঞ্চিত করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

(১) সম্ভবতঃ আপনারা চান না যে শ্রমিকরা তাঁদের হারানো কাজ ফিরে পান—হয়ত বিশ্বায়ণের হাওয়ায় আপনারা ধরেই নিয়েছেন বর্তমান অর্থনীতি-রাজনীতির কোনো রূপায়ণযোগ্য বিকল্প নেই। কিন্তু শ্রমিকরা তা মনে করেন না—তাঁরা ভাতার পরিবর্তে

শ্রম ভাঙিয়ে মজুরী অর্জনে বিশ্বাসী। এই প্রমাণ দেখি যখন ইন্দো-জাপানের শ্রমিকরা নিজেরা কারখানা পরিচালনার জন্য একটি স্কীম বানিয়ে সরকারের কাছে কারখানা পুণরুজ্জীবনের জন্য মাত্র ৪ কোটি টাকা (যেখানে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ, চাওয়া টাকা, বরাদ্দ টাকার মাত্র ২%) চান, সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেন ; অথচ এই সরকারই উক্ত কারখানার পেছনে গত চার বছরে ভাতা বাবদ আজ পর্যন্ত কম বেশী ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ব্যায় করেছেন। সেই দিন টাকা পেলে আজ হয়ত ইন্দো-জাপান একটা চালু কারখানায় পরিণত হতো।

(২) পশ্চিমবঙ্গের বহু কারখানাই ওয়ান্ডিং অর্ডার বা বি আই এফ আর-এর মাধ্যমে বন্ধ আছে। এই সব কারখানায় শ্রম বিরোধ নেই বলে সরকারের তরফে যে প্রচার চলছে আমরা তার সঙ্গে একমত নই। কি ব্যক্তি মালিক, কি সরকার এই সব কারখানা জলের দরে কিনে উৎপাদন চালু না করে বছরের পর বছর ফেলে রাখছে। আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ন্যাশনাল ট্যানারী ১৯৯৪ কিনে আজও উৎপাদন চালু করেননি। তিন বছরের যুক্তি দেখিয়ে যদি সরকার আজকে ন্যাশনাল ট্যানারীর শ্রমিকদের ভাতা বন্ধ করে দেন, তবে সরকারের এই কাজটি বন্ধ-কল-কারখানার শ্রমিকদের ভাতা দেওয়ার পেছনে যে মৌলিক দর্শণ ও মতাদর্শ ছিলো তার সম্পূর্ণ বিরোধী হবে।

আপনারা গত চার বছরে বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা বাবদ বরাদ্দ করেছিলেন। কিন্তু এত প্রচার সত্ত্বেও আপনারা আজ পর্যন্ত, কম-বেশী ৫৫,০০০ বন্ধ কল-কারখানার মধ্যে মাত্র ২৫৪টি কারখানাকে এই স্কীমের আওতায় আনতে পেরেছেন—শতকরা হিসেবে দাঁড়ায় মাত্র ০.৫ ভাগ! তারমধ্যেও গত চার বছরে আপনাদের বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৮৪ কোটি টাকা খরচা করেছেন—শতকরা হিসেবে দাঁড়ায় ৪২%! এই তথ্যগুলি থেকে শ্রমিকদের ভাতা প্রদানের ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এতদিনে আপনারা মাত্র ৩৮,০০০ শ্রমিককে নামমাত্র ভাতা দিচ্ছেন আবার পুণরুজ্জীবনে কোনো দায়িত্বও নিচ্ছেন না—এর ওপর আপনারা নয়া অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই ন্যূনতম সাহায্যটুকুও বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

(৩) সরকারের পক্ষ থেকে আরও বলা হচ্ছে যে প্রতি ছ'মাস অন্তর ভাতা গ্রহণকারী শ্রমিককে এ্যাফিডেভিটের মাধ্যমে ঘোষণা করতে হবে যে তিনি কোনোভাবে রোজগার করেন না। সরকার কি করে আশা করেন যে একজন শ্রমিক তার পরিবারের গড়ে চারজন সদস্য নিয়ে মাসিক মাত্র ৫০০ টাকায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারবেন। যেখানে দফায় দফায় মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদদের ভাতা বাড়ানো হচ্ছে, সেখানে সমাজের এবং নয়া অর্থনীতির যাঁতাকলে পিষ্ট শ্রমিকদের এমন অপমান করার নৈতিক অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? আপনাদের এই সিদ্ধান্তটি স্পষ্টতঃই সরকারী ঘোষিত নীতির বিরোধী—কেননা গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে আপনারা স্পষ্টই বলেছেন যে এই ভাতা মোটেই মজুরীর বিকল্প বা ক্ষতিপূরণ নয় ; বরং এই ভাতা কারখানা খোলা-বন্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত।

২৩ এপ্রিল, ২০০২

উপরোক্ত বক্তব্য শ্রমসচিবসহ 'ফাউলি' স্কীমে অন্তর্ভুক্ত স্ক্রীনিং কমিটির সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে। আমরা আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করছি যে, উক্ত মিটিং-এ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন অথচ এমন শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। *আমরা দাবী করছি যতদিন না বন্ধ কারখানা খোলা যাচ্ছে ততদিন শ্রমিকদের যাঁরা ভাতা পাচ্ছেন তাঁদের ভাতা বন্ধ করা যাবে না।* সংশ্লিষ্ট সবপক্ষকে জানানোর উদ্দেশ্য নিয়ে এই বক্তব্যটি প্রচার করা হোল।

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে অমিয় ব্যানার্জি কতৃক, ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড,
রুম-৭ কলিকাতা-৭০০ ০৮৫, কর্তৃক প্রকাশিত।